BANGLADESH JEWELLER'S ASSOCIATION
বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন

০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ বাজুস/স্ট্যান্ডিং কমিটি/১২৬/২৩২/২০২২

স্বর্ণ ক্রয়ের সতর্কীকরণ নোটিশ

প্রিয় সহকর্মী,

শুভেচ্ছা জানবেন। আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, বাজুস সদস্যগণ প্রয়োজনের তাগিদে দেশি/বিদেশি/ পুরাতন/নতুন স্বর্ণালংকার ক্রয় করে থাকেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নানাবিধ আইনী জটিলতার সম্মুখিন হয়। একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কোন কোন বাজুস মেম্বার নির্ধারিত নিয়মকানুন না মেনে উক্ত পুরাতন/ব্যাগেজ রুলের স্বর্ণ ক্রয় করে নানারকম সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন। তাই এ ধরণের সমস্যা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে পুরাতন স্বর্ণ/ব্যাগেজ রুলের স্বর্ণ ক্রয় করার কঠোরভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হলো ঃ-

অনুচ্ছেদ (ক): পুরাতন স্বর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশনা নিম্নরূপ :

১. বিক্রেতার জাতীয় পরিচয় পত্রের মূল কপি থেকে নিজ দায়িত্বে উভয় পাশের ফটোকপি রাখতে হবে।
২. বিক্রেতার বিক্রয়কৃত স্বর্ণালংকারের উৎস সম্পর্কে জানতে হবে।
৩. বিক্রেতার স্বর্ণালংকারের ক্রয় রশিদের কপি থাকতে হবে।
৪. স্বর্ণালংকার ক্রয়ের সময় পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের মালিক/সেলসম্যান/দায়িত্ববান কোন ব্যাক্তি কে স্বাক্ষী হিসেবে রাখতে হবে।
৫. মূল মালিক ব্যতিত কোন প্রতিনিধির নিকট থেকে অলংকার ক্রয় করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ (খ): ব্যাগেজ রুলের আওতায় আনায়নকৃত স্বর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশনা নিম্নরূপ :

১. বিক্রেতার পাসপোর্টের মূল কপি থেকে নিজ দায়িত্বে ফটোকপি করে রাখতে হবে।
২. বিক্রেতা যে দেশ থেকে স্বর্ণ নিয়ে আসছে সেই দেশের ভিসার কপি এবং এক্সিট ও এন্ট্রি সিলের কপি রাখতে হবে (মূল কপি থেকে নিজ দায়িত্বে ফটোকপি করে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে বিক্রেতার নিকট থেকে উল্লেখিত ডকুমেন্টের কোন ফটোকপি গ্রহণ করা যাবে না)।
৩. বিক্রেতার জাতীয় পরিচয় পত্রের মূল কপি থেকে নিজ দায়িত্বে উভয় পাশের ফটোকপি রাখতে হবে।
৪. প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে স্বর্ণ ক্রয় করতে হবে।
৫. এয়াপোর্টে ডিক্লিয়ারেশন/ট্যাক্সের আওতায় থাকলে ট্যাক্স প্রদানের ডাকুমেন্ট (মূল কপি সংরক্ষণ করতে হবে)
৬. প্রয়োজনে বিক্রেতার পরিচয় যাচাই বাছাই করতে হবে।
৭. পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ট্যাক্স স্লিপে (পিউর গোল্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে) একই নাম, ঠিকানা আছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।

উল্লেখ্য একজন যাত্রী বিদেশ থেকে দেশে আগমনকালে ব্যাগেজ রুলের আওতায় পণ্য আনার যে সুবিধা পায় তা তার ব্যক্তিগত বা পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য। তথাপি কারো অর্থের প্রয়োজনে পণ্যটি বিক্রি করার ইচ্ছা পোষন করলে উল্লেখিত তথ্যাদি বা ডকুমেন্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষ্যে ক্রয় করা যাবে।

অনুচ্ছেদ (ক) ও অনুচ্ছেদ (খ) এর সকল ক্ষেত্রে ক্রয় রশিদ প্রদান করতে হবে এবং বিক্রেতার স্বাক্ষর যুক্ত ক্রয় রশিদের কপি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর সংরক্ষণ করতে হবে (ক্রয় রশিদের নমুনা সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি বর্ণিত তথ্য দিতে না পারেন তাহলে বুঝতে হবে সেট অবৈধ স্বর্ণ। তাই এ ধরনের বিক্রেতার নিকট থেকে স্বর্ণ ক্রয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বারবার সতর্ক করার পরও কোন জুয়েলারী ব্যবসায়ী অবৈধ স্বর্ণ ক্রয় করে আইনি ঝামেলার সম্মুখিন হয় তাহলে বাজুস তাকে কোন সহযোগিতা করবে না। এক্ষেত্রে বাজুস প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ধন্যবাদসহ

এনামুল হক খান
চেয়ারম্যান
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এন্টি স্মাগলিং এন্ড ল এনফোর্সমেন্ট

অনুলিপিঃ
১. মাননীয় প্রেসিডেন্ট, বাজুস
২. সকল সদস্য, বাজুস।

নিজস্ব দোকানের খরিদ মেমো

ফোন:.....

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা.....

নং-

তারিখ.....

নাম.....

ঠিকানা.....

বিবরণ	ওজন্	দর	টাকা	পয়সা
ক্রয় রশিদের নমুনা				

ক্রেতার স্বাক্ষর

বিক্রেতার স্বাক্ষর

সংযুক্ত:

১. জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি

২. পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যাগেজ রুলের স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে)

৩. ক্রয়কৃত স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার ক্রয় রশিদ।

নিজস্ব দোকানের খরিদ মেমো

ফোন:.....

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা.....

নং-

তারিখ.....

নাম.....

ঠিকানা.....

বিবরণ	ওজন	দর	টাকা	পয়সা
ক্রয় রশিদের নমুনা				

ক্রেতার স্বাক্ষর

বিক্রেতার স্বাক্ষর

সংযুক্ত:

১. জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি

২. পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যাগেজ রুলের স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে)

৩. ক্রয়কৃত স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার ক্রয় রশিদ।